গাংনীতে এক রাতে কৃষকের আট টি সেচ পাম্প গায়েব

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়ীয়া ও শিশিরপাড়ার মাদিয়ার মাঠে থেকে গত বুধবার দিবাগত রাত্রে বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে আট টি সেচ পাম্প চুরি হয়েছে।

চুরি হওয়া সেচ পাম্পের মধ্যে মৃত ফয়জদ্দীনের ছেলে মাছিন আলীর (২)টি, মৃত মোবারক ছেলে আসমত আলীর (১)টি, মৃত খয়রদ্দিনের ছেলে জমির আলীর (১)টি, রেজাউল হকের ছেলে ছানোয়ারের (১)টি, মৃত মোবারক ছেলে আরফিন আলীর (১)টি, ২নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া মৃত দাউদ মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলামের (১)টি, আজিমদ্দিন ছেলে বাইদুল্লাহর (১)টি সর্বমোট ৮টি সেচ পাম্প।

গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিজানুর রহমান (মদন) মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, আমার ওয়ার্ডের ৫ জন কৃষকের ৬ টি মটর মাদিয়ার মাঠ থেকে চুরি হয়ে যায়। এই মাঠে প্রায় ১ হাজার বিঘা জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল আবাদ হয়। ৮টি মটর চুরির কারনে গরীব কৃষকরা দিশেহার হয়ে পড়েছে।

গাংনী পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিজানুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, প্রতিটি মটরের দাম ২৫ হাজার টাকা প্রায় ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে গরীব কৃষকদের।

এই সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত গাংনী থানায় কোন সাধরণ ডাইরি হয়নি।

মুজিবনগর হাসপাতালে এসওসিএম নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে রোগী

হয়রানীর অভিযোগ

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এসওসিএম নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে রোগী হয়রানীর অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে চিকিৎসা না দিয়ে অন্যত্র রেফার্ড, রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে খারাপ আচরণ ও সঠিক প্রেসক্রিপশন না করার অভিযোগ করেছে ভুক্তভোগী অনেকেই।

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় ১২ বছর ধরে এসওসিএম পদে চাকরী করছেন একই উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের নুরুল ইসলাম। দীর্ঘ সময় চাকরির ফলে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একতরফা রাজত্ব কায়েম করে নিয়েছেন নরুল। অধিকাংশ সময় ছোট খাটো সমস্যার রোগী হলেও রেফার্ড করা হয় সদর হাসপাতালে।

সম্প্রতি মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে তামিম হোসেন (৭) গ্লুকোজ ভেবে ব্লিচিং পাউডার খেয়ে ফেলে। পরে তাকে নিয়ে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাওয়া হলে প্রথমে তাকে চিকিৎসা দিতে পারবেনা বলে জানায় নুরুল ইসলাম।

তামিমের মামা জানান, স্থানীয় এক আওয়ামীলীগ নেতার সুপারিশে নাম মাত্র চিকিৎসা দিয়ে রেফার্ড করে দেয় সদর হাসপাতালে।
স্থানীয় কয়েকজন জানায়, ডা. নুরুল ইসলাম ১২ বছর ধরে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চাকরি করছে। স্থানীয় মানুষ হওয়ায় নিজের খেয়াল খুশিমত চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন।

অভিযুক্ত এসওসিএম নুরুল ইসলাম বলেন, আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ সব মিথ্যা। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন। তবে অনেক সময় রোগীর চাপ থাকলে কারও সাথে খারাপ আচরণ হয়ে যেতে পারে।

মেডিকেল অফিসার রিয়াদ হোসাইন বাপ্পি বলেন, আমরা সব সময় চেষ্টা করি ভালো সেবা দেওয়ার জন্য । সিরিয়াস কোন কেস হলে সেটা রেফার্ড করে দিই।
আরএমও মাহামুদুর রহমান বলেন, আমাদের জনবল কম। প্রয়োজীয় উপকরণ নেই। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা শতভাগ করা কঠিন। আমি ৬ মাস হলো এসেছি এর মধ্যে নরুল ইসলামের বিষয়ে যতটুকু জানতে পেরেছি, তিনি ভালো সেবা দিয়ে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এটার ব্যত্তয় ঘটতে পারে।
সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, আমি নুরুল ইসলামের বিষয়ে কোন লিখিত অভিযোগ পাইনি। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া

হবে।

মেহেরপুরে স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে গণধর্ষণ

মেহেরপুর শহরের শেখ পাড়ায় মধ্যে বয়সী স্বামী পরিত্যক্তা এক মহিলা
(৪০) কে রাতভর পালাক্রমে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নির্যাতিতা বাদী হয়ে ৩ জনকে আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা করেন।

পুলিশ মামলার পরপরই গতকাল বুধবার অভিযান চালিয়ে তিন ধর্ষককে আটক করে। মেহেরপুর সদর থানার এসআই অজুন কুমার সরকার এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটকৃতরা হলো- মেহেরপুর শহরের ৪নং ওয়ার্ডের শেখপাড়ার মৃত আমিন উদ্দিনের ছেলে রাব্বী (২৫), আঃ সামাদের ছেলে শাকিল (২২) ও আনারুলের ছেলে ইমরান (২৩)কে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে নির্যাতিতা বলেন, আমি লালনের ভক্ত। এই সুবাদে আমি গত শনিবার (৩০ মে) কালাচাঁদপুর এক মহিলার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। পরে আমি বাড়ির উদ্দেশ্য রওনা দিই। এসময় কোন গাড়ি বা অটো পাচ্ছিলাম না। হাঁটতে হাঁটতে আসার কারণে একটু সন্ধ্যায় হয়ে যায়। শহরের শেখ পড়ায় পৌঁছানোর পর রাস্তায় আমাদের এক ভক্ত আহসানের সাথে দেখা। আহসান হচ্ছে শেখ পাড়ার তাজুল ইসলামের ছেলে। আহসান আমার পূর্ব পরিচিত। আহসানের সাথে দেখা হওয়ার পরে আমাকে আম ও লিচু দেওয়ার জন্য পাশের বাগানে নিয়ে যায়। ঐ বাগান আহসান পাহারা দেয়। বাগানের ভিতরে গিয়ে দেখি দুজন ছেলে আছে। ওরা আহসানের সাথে থাকে। ওরা সবাই বলল বুবু কয়েকটি আম খেয়ে যান। তাই আমিসহ সবাই বাগানের ভিতর একটি ছোট্ট শান-বাঁধানো জায়গায় বসেছিলাম।

নির্যাতিতা বলেন, হঠাৎ করেই রাব্বি, শাকিল ও ইমরান এসে আমাদের কে গালাগালি করে। বলে তোরা এখানে কি করছিস এই বলেই আহসান সহ ঐ দুটি

ছেলের গলায় ছুরি ধরে জিম্মি করে। আমাকে দুজন এসে চেপে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে যখন আমি বাধা প্রদান করি তারা তখন আমার সাথে আচরণ আরও খারাপ করে। তারপর আমাকে বাগানের একটি ঘরে নিয়ে পালাক্রমে রাতভর ধর্ষণ করে। পরে আবার মাঝরাতে তারা হেরোইন সেবন করে আমাকে ধর্ষণ করে এবং আমাকেও খাওয়ানো চেষ্টা চালায়। ভোর রাতে ওরা চলে যাওয়ার সময় আমার মোবাইল, ব্যাগ ও ব্যাগে থাকা ভোটার আইডির কপি, ছবি ও কিছু টাকা নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা বলে ৫০০০ টাকা নিয়ে এগুলো নিতে এখানেই আসবি। আর এখন থেকে তোকে রোজ আসতে হবে। তারপর আহসানের একটি ছেলে আমাকে হাসপাতাল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায়।

মেহেরপুরে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের দায়ে জরিমানা

মেহেরপুরে করোনা মহামারিতে স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করে বিকাল ৪ টার পর দোকান খোলা রাখার দায়ে দুই দোকানিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়।

বুধবার বিকাল ৪ টার পরেও মেহেরপুর কাথুলী রোডের ইকবাল হাসানের হার্ডওয়ারের দোকান ও নতুন পাড়া মোড়ে আশিকের চায়ের দোকান খোলা রাখার দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুই শত টাকা করে জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাস্তুরা আমেনা।

গাংনীতে হত্যাসহ ৬ মামলার আসামী লাল্টু কানা গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুরে ইসমত কবির ডাবলু হত্যা মামলার আসামী লাল্টু কানা (৪২) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার দুপুর ২ টায় কুষ্টিয়া জেলার প্রাগপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার নামে গাংনী ও মিরপুর থানায় ৬টি মামলা রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: ওবাইদুর রহমান জানান,কাজিপুর গ্রামের খবির উদ্দীনের ছেলে ইসমত কবির ডাবলু হত্যা মামলার এজাহার নামীয় ২ নং আসামী লাল্টু কানা প্রাগপুর এলাকায় অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওসি তদন্ত মো: সাজেদুল ইসলাম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। তার নামে গাংনী থানায় হত্যা, পুলিশের উপর হামলা, চাঁদাবাজি, অপহরন, ডাকাতির ৫টি ও মিরপুর থানায় মাদকের একটি মামলা রয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ওসি তদন্ত মো: সাজেদুল ইসলাম জানান,মামলার পর থেকে লাল্টু কানা পলাতক ছিলো। সে কাজিপুর ও পার্শবর্তী দৌলৎপুর এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী। ২০১২ সালে সাহেবনগর তালতলা এলাকায় বিক্ষুদ্ধ গ্রামবাসি চামচ দিয়ে তার চোঁখ তুলে নেয়। তারপরও বহু অপকর্ম করলেও অন্ধের কারনে বিভিন্ন সময়ে পার পেয়ে গেছে।

তিনি আরো বলেন,ইসমত কবির ডাবলু হত্যার মুল ইন্দন ও হুকুম দাতা লাল্টু কানা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

উল্লেখ্য: গত ১৬ মে শনিবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামে লিচু বাগান দখলকে কেন্দ্র হামলায় উভয় পক্ষের ইসমত কবির ডাবলু ও সানারুল হক নিহত হয়। এ ঘটনায় ইসমত কবির ডাবলুর মা ইসলামা খাতুন বাদী হয়ে কাজিপুর ইউপি সদস্য হাবিবকে ১ ও লাল্টু কানা ২ নং আসামী করে ১০জন সহ অজ্ঞাত নামাদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে মামলা নং ১৬ তাং ১৭.০৫.২০ ও সানারুল হক নিহতের ঘটনায় তার স্ত্রী বাদী হয়ে ইসমত কবির ডাবলু ও তার পিতা খবিরের নামে হত্যা মামলা দায়ের করে যার নং ১৭ নং তাং ১৭.০৫.২০ ইং।

গাংনীতে করোনা পজিটিভ রোগীর বাড়িতে ঔষধ সরবারহ

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাংনীতে লকডাউন এ রাখা করণা পজিটিভ রোগের বাড়িতে বাড়িতে নিয়মিতভাবে ঔষধপত্র পৌঁছে দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

যাদের সংস্পর্শ এবং আশপাশের এলাকায় যেতে ভয় পাচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝুঁকি নিয়ে নিয়মিত ভাবে ঔষধ পৌঁছে দেয়ার ঘাটতি নেই তাদের।

করোনা পজেটিভ রোগীদের বাড়িতে প্রতিদিনের ন্যায় মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকদের একটি টিম প্রতিটি পজিটিভ রোগের বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে করোনা রোগীর চিকিৎসার ওষুধ। নিরাপদ দূরত্ব থেকে বলে দেয়া হচ্ছে ওষুধ সেবনের নিয়ম। নিজের সুস্থ হওয়ার জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করছেন রোগীরাও।

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের হাত থেকে সাধারণ মানুষ তো মরছেই রেহাই পায়নি চিকিৎসক পুলিশ সাংবাদিকরাও। আস্তে আস্তে পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনেকেই অনীহা প্রকাশ করলেও চিকিৎসকরা আজও রয়েছে মাঠে ময়দানে নিজ কর্মক্ষেত্রে। চিকিৎসকদের এই দায়িত্ববোধ এবং সেবা প্রদানের মহানুভবতা স্মরণে রাখার মত বলে মনে করছেন সুধীমহল। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে করণা পজিটিভ রোগীদের সুস্থ করার জন্য গাংনী উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একঝাঁক তরুণ চিকিৎসক ও সেবা প্রদানে সোচ্চার রয়েছেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম ও আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার সাদিয়া সুলতানা তরুণ চিকিৎসকদের সাথে নিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে গাংনী বাসিকে।

আবাসিক মেডিকেল অফিসার সাদিয়া সুলতানা জানান, গাংনীতে পর্যন্ত চারজন করনা পজেটিভ রোগী রয়েছে। তাদের বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। তাদেরকে নিয়মিত চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। তারা বর্তমানে খুবই ভালো আছে। তবে তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে

উঠবেন বলেও তিনি আশাবাদী।

ওষুধ প্রদানের সময় স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান, স্বাস্থ সহকারি ও স্যাকমো বৃদ্ধরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশর অভিযান চালনা করা হয় বুধবার সকাল ১১ টায় টি আই ইসমাইল এর র্নিদেশনায় পুরাতন বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে হোটেল বাজার পর্যন্ত এই অভিজান চালনা করা হয়।

টি আই ইসমাইল বলেন, করোনা মোকাবেলায় যে সকল যাত্রীবাহী বাস,, ইজিবাইক, রিকশা, গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মানছে কি না সেই দিকে আমরা লক্ষ রাখছি ও কেও যেনো মাস্ক ছাড়া বাইরে না আসে তার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত বলে যাচ্ছি। এসম উপস্থিত ছিলেন এস আই জালাল উদ্দিন, এটিএস আই মফিজুল ইসলামসহ পুলিশের সদস্যরা।

গাংনীতে পারিবারিক সংঘর্ষ, মহিলা সহ আহত-৪

পারিবারিক কলহের জের ধরে দুই বিয়াই পরিবারের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের মহিলা সহ চারজন আহত হয়েছে। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল নয়টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলো- নওয়াপাড়া (ক্লাবপাড়া) গ্রামের আফছার আলীর ছেলে নায়েব আলী (৬০), নায়েব আলীর স্ত্রী বুলুয়ারা খাতুন (৩৬), অপরপক্ষের একই গ্রামের মৃত শাকের আলীর ছেলে আহত সামসুল হক (৪৯) ও জিন্নাত আলীর স্ত্রী সোহাগী খাতুন (৩৫) আহত সামসুল হক জানান, নায়েব আলীর ছেলে সুমন আলী আমার মেয়েকে কয়েক মাস ধরে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছে।

আমি তার পিতা নায়েব আলীকে বিষয়টি জানালেও কোন গুরুত্ব দেননি তিনি। আমার জামাই ফরিদ প্রবাসী হওয়ার কারণে সে আমার মেয়ের উপর লোলুপ দৃষ্টি অব্যাহত রেখেছে। গত রাতে সিঁধকেটে সুমন আমার মেয়ের ঘরে ঢুকতে চেয়েছিল এ বিষয়টি জানাজানি হলে বিষয়টি সুমনের পিতা নায়েব আলীকে জানাতে গেলে নায়েব আলী আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে হাসুয়া দিয়ে আমাকে কুপিয়ে জখম করে। সেই সাথে পিটিয়ে আহত করেছে আমার ভাই বৌ সোহাগী খাতুনকে।

অপরপক্ষে পাল্টা অভিযোগ করে নায়েব আলী জানান, সামসুল হকের নেতৃত্বে একটি সংঘবদ্ধ দল আমার পরিবারের উপর অতর্কিত হামলা করে আমাকে কুপিয়ে জখম করে এবং আমার স্ত্রী বুলুয়ারা ও ছেলে সুমনকে মারধর করে আহত করে। উভয়পক্ষের মধ্যে মামলার প্রস্তুতি চলছিল। এ বিষয়ে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান জানান, এ বিষয়ে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে ডক্টর’স ল্যাবে উদ্যোগে সাংবাদিকদের মাস্ক বিতরণ

মঙ্গলবার সাকাল ১০ টায় মেহেরপুর মল্লিক পুকুর সংলগ্নে গড়ে উঠা ডক্টর’স ল্যাবের পক্ষ থেকে মাক্স বিতরণ করা হয়।

এসময় মার্কেটিং ম্যানেজার সাজু শেখ বলেন করোনা ভাইরাস

মোকাবেলায় আমরা জন সাধারনের সেবাই নিয়জিত আছি এই মহামারিতে ও রুগীদের ভালো মানের চিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছি। শোষণ করে নয়, ছাড় দিয়েই পাশে থাকতে চাই।

তিনি আরও বলেন পুলিশ প্রশাসন,সাংবাদিক, ডাক্তাররা সর্বদা এই মহামারীতে কাজ করের চলেছে তাই আমারা কিছু সংখ্যক সাংবাদিকদের মাঝে মাক্স বিতরণ করি। এসময় উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজার জেমস সরকারসহ এনজিওর সকল সদস্য বৃন্দ।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে মুখে মাস্ক না পরাই ৫২ জনের অর্থদণ্ড

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৫২ জনের কাছ থেকে ১৩ হাজার ২’শটাকা (অর্থদণ্ড) জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। মুখে মাস্ক না থাকায় আজ সোমবার দিনভর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা আদায় করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ ওসমান গণি।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ ওসমান গণি বলেন, উপজেলার কেদারগঞ্জ দারিয়াপুর মোনাখালী বিশ্বনাথপুর গোপালপুর ও গলা কাটার মোড় এলাকায় মুখে মাস্ক ব্যবহার না করায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৫২ জনের কাছ থেকে ১৩ হাজার ২’শ টাকা জরিমানা (অর্থদণ্ড) আদায় করা হয়। এ সময় বেশ কয়েকজনকে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়।

তিনি জানান, সচেতন ও তার অংশ হিসাবে আজ মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়। সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে যেকোনো পদক্ষেপ নেয়া হবে। তাই সকলকে মাস্ক ব্যবহার করতে আহ্বান জানান।